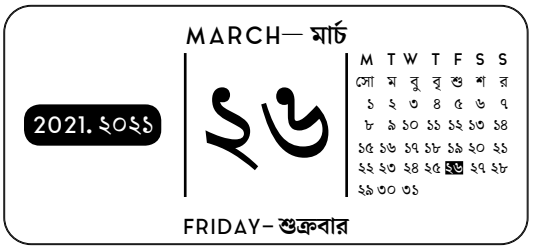

সংবাদ-চিত্রকর
চিত্তপ্রসাদ
১৯৪৩-১৯৪৮

boobook

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
শুভেন্দু দাশগুপ্ত

বইপত্তর • নোনতা

JANUARY— জানুয়ারি

2021. ২০২১

০১

M	T	W	T	F	S	S
সো	ম	বু	বৃ	শু	শ	র
				১	২	৩
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	

FRIDAY– শুক্রবার

আমরা যখন
গবেষণার জন্য তথ্য আনতে যাই মহাফেজখানায়,
আমাদের তথ্য খুঁজে এনে দেয়
সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা।
আমাদের গবেষণা সম্ভব হতো না
তারা সহায়তার হাত বাড়িয়ে না দিলে
এ কথাটি মনে রেখে
এই বইটি সেই ঋণস্বীকারে

কে. বালাকৃষ্ণান নায়ার (কমরেড বালান)
লাইব্রেরি ও আর্কাইভস,
কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া
অজয় ভবন, নিউ দিল্লি

ইনুগুর্তি নরসাইয়া, সুরেন্দ্র কুমার
সুজাতা পাল, বেদনায়কম
পি সি যোশি আর্কাইভস অব কনটেম্পরারি হিস্ট্রি,
জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি, নিউ দিল্লি

boobook

লেখায় বর্ণিত প্রথম পোস্টার

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পার্টির কাগজে ছবি এঁকেছেন, এমনটি শুধুই চিত্তপ্রসাদ নন। ইংরাজি কাগজে সীথাপথি নাইডু, আর এস এন ছদ্মনামে। পার্টির সেই সময়কারই বাংলা কাগজ *জনযুদ্ধ*-এ সোমনাথ হোর, মণি রায়। মণি রায় বাংলায় পার্টির আর্টিস্ট সেল-এর প্রধান। সোমনাথ হোর একটা সময়ে পার্টির সদস্য। আর-এক জনের কথা শুনেছি, লক্ষ্মী রায়, পার্টি-কর্মী। তাঁর আঁকা আমার সংগ্রহে থাকা *জনযুদ্ধ* পত্রিকায় দেখিনি। আমার সংগ্রহে থাকা *জনযুদ্ধ* খুব বেশি নয়। আমার সংগ্রহের *জনযুদ্ধ*-এ ছবি রয়েছে কামরুল হাসান-এর। কোনো একটা লেখায় পড়েছিলাম, কোন লেখা এখন মনে নেই, কামরুল হাসান পার্টি-কর্মী ছিলেন। আমি তথ্য-সমর্থন যোগাড় করতে পারিনি।

চিত্তপ্রসাদ-এর ছবি *জনযুদ্ধ*-তেও ছাপা হতো। আমার এই বইটা *পিপল'স ওয়র* ও *পিপল'স এজ*-এ বের হওয়া চিত্তপ্রসাদের আঁকা ছবি নিয়ে। তাই *জনযুদ্ধ*-এর ছবি নিয়ে এই বইতে লেখা থাকছে না।

এই হল পার্টি-কর্মী চিত্রশিল্পীদের বিষয়ে আমার জানার পরিধি।

ফিরে আসি চিত্তপ্রসাদ-এ।

চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে এই কাজটা করতে বসে এ বিষয়ে বই ও লেখাপত্তর খোঁজ করে যা যা পাওয়া যায়, যোগাড় করলাম, পড়লাম, লেখার জায়গায় জায়গায় তা কাজে লাগানোর জন্য।

এটা বলা ভুল হবে না যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য চিত্রকর চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে, পার্টির পত্রিকায় পার্টি-সদস্য চিত্তপ্রসাদের আঁকা ছবি ও লেখা নিয়ে, চিত্তপ্রসাদের এই পরিচয় নিয়ে খুব একটা লেখাপত্তর দেখিনি।

boobook

আমার কাজের উৎসাহ বেড়ে যায়।

চিত্তপ্রসাদ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে দেখলাম তথ্য রয়েছে অনেকভাবে।

এক. লেখকের লেখা একটা বইয়ের মধ্যে একটা লেখা চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে। দুই. চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে একটা লেখা, যা পত্রিকায় প্রকাশিত। তিন. একটা বই, চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে নানাজনের লেখার সংগ্রহ। চার. চিত্তপ্রসাদ বিষয়ে সম্পাদিত দু-খণ্ডে প্রকাশিত বই। পাঁচ. শুধুই চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে একজন লেখকের একটা বই। ছয়. কয়েকটি বইতে চিত্তপ্রসাদের নিজের লেখা। শুধুই চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে যে বইটার কথা বললাম, তাতে রয়েছে চিত্তপ্রসাদের অপ্রকাশিত আত্মকথার টাইপ করা পাণ্ডুলিপির অংশ।

এই তথ্য সংগ্রহ নিয়ে আমার কাজ শুরু। আমার লেখাতে আমি এই তথ্য ব্যবহার করব।

এবার আমার কাজটা নিয়ে বলি।

এই লেখাটা চিত্তপ্রসাদের জীবনকথা নয়। শিল্পী চিত্তপ্রসাদের মূল্যায়ন নয়। চিত্তপ্রসাদের জীবনের শুধু একটা দিক নিয়ে লেখা।

১৯৪০-এর দশক। চিত্তপ্রসাদ কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার সদস্য। পার্টি-কর্মী চিত্তপ্রসাদ কমিউনিস্ট পার্টির ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা প্রথমে *পিপল'স ওয়র*, পরে নাম বদলিয়ে *পিপল'স এজ*-এ ছবি এঁকেছেন। প্রতিবেদন লিখেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য চিত্তপ্রসাদ পার্টির কাগজের চিত্রকর, প্রতিবেদক-চিত্রকর। আমার লেখা এই বিষয় নিয়ে।

চিত্তপ্রসাদ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ১৯৪২-এ। ১৯৪৩-এ পার্টির সাংস্কৃতিক শাখায় মাসিক ভাতায় সর্বক্ষণের কর্মী। এই পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন ১৯৪৯-এ।

৩০-এর দশকে চিত্তপ্রসাদ চট্টগ্রামে। সেই সময়ে চট্টগ্রাম পূর্ব বাংলায়, এখনকার বাংলাদেশে। বাবার চাকরির কারণে চিত্তপ্রসাদের চট্টগ্রামে বসবাস। কলেজের পাঠ শেষ করেছেন।

> “এবারের প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলন বিভিন্ন জেলার শিল্পীদের একত্র করল। ৪৬ নং ধর্মতলায় ছবির প্রদর্শনী হইল। এবারের প্রদর্শনীর স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য দেখা গেল। লেখার চেয়ে ছবির পোস্টার অনেক বেশি।... সকলের চোখ পড়িয়াছিল খবরের কাগজে লেখা পোস্টারগুলির ওপর। কাগজ ও রং— সংকটের দিনে ছাপা কাগজের পটভূমিতে হলুদ আর কালিতে লেখা জ্বলন্ত অক্ষর— ইহাতে শুধু বাধা জয় করার পরিচয়ই নয়, শিল্পীর গভীর দৃষ্টির সাক্ষাৎ মিলিয়াছে।... বেশির ভাগই কমরেড চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের আঁকা। ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর প্রতিরোধ শক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে কারারুদ্ধ। এই সংকট হইতে পরিত্রাণের একটি পথ জাতীয় ঐক্য। আজকের খাদ্য সমস্যা, দমননীতি ইত্যাদি হইতে দেশের ৪০ কোটি লোককে বাঁচাইবার ইহাই যে একমাত্র পথ— প্রত্যেকটি ছবিতে এই ধ্বনি মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কমরেড চিত্তপ্রসাদের ছবিগুলি আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক একটি কশাঘাত।”

লেখাটার এই জায়গায় একটা জরুরি কথা বলে রাখি। এই বছরেই, ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরে, চিত্তপ্রসাদ কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখায় মাসিক ভাতায় সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে যোগ দিলেন।

চিত্তপ্রসাদ পার্টির সর্বক্ষণের সাংস্কৃতিক কর্মী। তাঁর কাজ পার্টির কাগজের জন্য ছবি আঁকা। পার্টির অন্য প্রয়োজনেও ছবি আঁকা।

এই অন্য প্রয়োজনে ছবি আঁকা নিয়ে আগে একটার কথা বলেছি, এবার রাখছি অন্য যে ক’টি তথ্য পেয়েছি।

১৯৪৩, মে। বোম্বাইতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন। বক্তৃতামঞ্চ সাজানোয় চিত্তপ্রসাদ। সম্মেলন উপলক্ষে যৌথ চিত্রপ্রদর্শনীতে চিত্তপ্রসাদের আঁকা ছবি।

১৯৪৩, জুলাই। চট্টগ্রামে চিত্রপ্রদর্শনীতে চিত্তপ্রসাদ ও সোমনাথ হোরের ছবি।

১৯৪৩, ডিসেম্বর। বোম্বাই। কমিউনিস্ট পার্টির আয়োজনে ‘ভুখা বাংলা’ চিত্রপ্রদর্শনী। চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ এলাকায় গিয়ে আঁকা চিত্তপ্রসাদের ছবি।

এ বিষয়ে যতটা জানি, বলে দেওয়া হল।

এবার পার্টির কাগজে ছাপা হওয়া ছবির চিত্রকর পার্টি-কর্মী চিত্তপ্রসাদ নিয়ে কথা বলা।

চিত্তপ্রসাদের এই ভূমিকাটি নিয়ে কয়েকজন লেখক আলোচনা করেছেন। আমি যতটা পেরেছি, যোগাড় করেছি। এই বইয়ের পাঠকদের তা শুনিয়ে রাখতে চাই, চিত্তপ্রসাদের ছবি দেখে বুঝতে সুবিধা হতে পারে ভেবে।

চিত্তপ্রসাদের ছবি নিয়ে যতটুকু আলোচনা যোগাড় করতে পেরেছি তা সাধারণভাবে চিত্তপ্রসাদের ছবি নিয়েই, বিশেষভাবে পার্টি-পত্রিকায় ছাপা হওয়া ছবি নিয়ে খুব একটা নয়। তবুও যে ক’টি লেখাতে এই ছবিগুলো নিয়ে বলা আছে, তা রাখছি।

রাজর্ষি দাশগুপ্তের লেখা (আমার অনুবাদে)—“পার্টি পত্রিকাতে ছাপা হওয়া চিত্তপ্রসাদের ছবিতে নিছক মানুষকে নয়, উৎপাদক মানুষকে আঁকা, নিছক শরীর নয়, শ্রম-শরীরকে আঁকা। চিত্তপ্রসাদের ছবিতে সাদামাটা জনগণ নয়, শ্রেণিকে, শ্রমজীবী শ্রেণিকে আঁকা। নিছক চরিত্র এঁকে দেখানো নয়, উৎপাদক চরিত্রকে বিশেষিত করে দেখানো। যে কারণে চিত্তপ্রসাদ শ্রমশরীরকে, প্রতিবাদী শরীরকে বিশাল করে দেখিয়েছেন। চিত্তপ্রসাদ তাঁর ছবিকে, ছবির চরিত্রকে শুধুই দেখাতে চাননি, তার রাজনীতির দিক থেকে দেখাতে চেয়েছেন। ‘দেখানো’তে একটা পরীক্ষা করা।”

রাজর্ষি লিখেছেন পি সি যোশির কথায় চিত্তপ্রসাদ নতুন ধরনের ‘জনশিল্পী’।

সুশোভন অধিকারীর লেখা—“চিত্তপ্রসাদের ছবি বাস্তবতার ছবি। ঘটমান বিষয়কে, বিষয়ের খুঁটিনাটি দেখানো তাঁর ছবিতে। উদ্দেশ্য দর্শকের মনে ধাক্কা দেওয়া। তাই প্রকাশ সরল, সহজে বোঝানো। অন্যদিকে রেখায়, আকারে ক্ষুরধার তেজ প্রকাশ করা। শরীরের ভঙ্গিতে ক্রোধ, প্রতিবাদ এঁকে দেওয়া। দুটো দিককে মিশিয়ে দেওয়া।”

boobook

DECEMBER— ডিসেম্বর

2020. ২০২০

১৬

M	T	W	T	F	S	S
সো	ম	বু	বৃ	শু	শ	র
	১	২	৩	৪	৫	৬
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০	৩১			

WEDNESDAY– বুধবার

এক একটা লেখার এক একটা ধরন থাকে। একটা ধরন হতে পারে চিত্তপ্রসাদের ছবি নিয়ে লেখাগুলোকে কাটাছেঁড়া করে তার মধ্য থেকে সারকথাগুলোকে বের করে নিয়ে পাঠকদের বুঝিয়ে বলা।

আমি এমন ধরনে নেই। আমি বিশ্বাস রাখি পাঠকের ওপর। এক একজন পাঠক তাঁর নিজের নিজের মতো করে বুঝে নেবেন চিত্তপ্রসাদের এই লেখাগুলো থেকে চিত্তপ্রসাদের শিল্পীমন। পার্টি-কর্মী চিত্তপ্রসাদের কমিউনিস্ট শিল্পীমনন, পার্টি-কর্মী চিত্তপ্রসাদের পার্টির পত্রিকায় ছবি আঁকার, ছবি আঁকার সঙ্গে লেখার উদ্দেশ্য।

এই বইয়ের এতক্ষণের পাঠকদের এবার দর্শক ও পাঠক হবার কথা। কমিউনিস্ট পার্টির ইংরাজি পত্রিকা প্রথমে *পিপল'স ওয়র*, পরে *পিপল'স এজ*-এ পার্টির সর্বক্ষণের সাংস্কৃতিক কর্মী চিত্তপ্রসাদের আঁকা ছবি ও লেখার দর্শক ও পাঠক হবার সময়।

প্রত্যেকটি ছবি ও লেখার একটা রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পটভূমি রয়েছে। আমি যতটা পারি তা লিখে দিয়েছি যাতে পাঠকদের দেখতে ধরতে বুঝতে সুবিধা হয়।

চিত্তপ্রসাদের এই সব ছবি, লেখা পাঠকরা দেখে, পড়ে নেবার পর, পাঠকরা তৈরি হবার পর, আর একবার আলোচনা করা হবে চিত্তপ্রসাদের এই সব ছবি, লেখা নিয়ে।

এবার পাঠকদের কমিউনিস্ট পার্টির কাগজে পার্টি-কর্মী চিত্তপ্রসাদের ছবি দেখার, লেখা পড়ার পালা। সময় চল্লিশের দশক। ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ কাল।

boobook

কলকাতা জনরক্ষা
অনাহারে থাকাদের জন্য রিলিফ কিচেন

লেখার সঙ্গে ছবি। শিরোনাম: কলকাতা জনরক্ষা, অনাহারে থাকাদের জন্য রিলিফ কিচেন।

চল্লিশের দশকে গ্রামবাংলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রামবাসীদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। এটা একটা দিক। অন্যদিকে বাংলায় চোরাকারবারি ও মজুতদারি প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে খাদ্য-সংকট।

কমিউনিস্ট পার্টি ত্রাণের কাজ শুরু করে। বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। জনরক্ষা সমিতি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, কিশোর বাহিনী, কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি লঙ্গরখানায় খিচুড়ি রান্না করে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের খাওয়ানোর কাজে হাত দেয়। পাশে থাকে কিশোর বাহিনী।

ছবিটির নিচে লেখা: “আমাদের শিল্পীর আঁকায় নোয়াপাড়া গ্রামে বিনামূল্যে খাবার দেবার শিবির। উদ্যোক্তা নারী সমিতির মহিলারা, পরিচালনায় কিশোর বাহিনী। প্রতিদিন ৪৫ থেকে ৫০ জনকে খাবার দেওয়া হয়।”

চিত্তপ্রসাদ তখন ‘আমাদের শিল্পী’। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-শিল্পী।

boobook

PEOPLE'S WAR
ORGAN OF THE COMMUNIST PARTY OF INDIA

পিপল’স ওয়র, ১৫ আগস্ট ১৯৪৩

Calcutta Janarakshan

OPEN RELIEF KITCHENS TO FEED THE STARVING

JHANSI ALL-PARTIES' FOOD CONFERENCE

United Food Committee Formed

State Congress To Cooperate With Government

Rationing Thru Mohalla Committees

কলকাতা জনরক্ষা,
অনাহারে থাকাদের জন্য
রিলিফ কিচেন

কক্স’স বাজারের সরেজমিন প্রতিবেদন

চিত্তপ্রসাদের লেখা ‘ভিজিট টু কক্স’স বাজার: লাইফ বিহাইন্ড দ্য ফ্রন্ট লাইনস’। লেখার সঙ্গে চিত্তপ্রসাদের আঁকা দুটি ছবি। লেখার বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে। পৃষ্ঠার জমি ছবি আর লেখাতে সমান মাপে সাজানো। ছবির গুরুত্ব লেখার মতনই।

বাঁদিকের ছবিতে তিনটি চরিত্র। ডানদিকের ছবিতে দুটি চরিত্র। চিত্তপ্রসাদ তাঁর প্রতিবেদনে এই পাঁচটি চরিত্র নিয়েই লিখেছেন।

এলাকা কক্স’স বাজার। চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ অংশের সাবডিভিশন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আরাকানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির প্রধান ঘাঁটি। চিত্তপ্রসাদ লিখছেন—আমি এলাকাটি চিনি। আমার বালক-বয়সের জায়গা। এবার গিয়েছিলাম দুর্ভিক্ষ কীভাবে মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে তা দেখতে।

boobook

PEOPLE'S WAR

ORGAN OF THE COMMUNIST PARTY OF INDIA

পিপল’স ওয়র, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

VISIT TO COX'S BAZAR

LIFE BEHIND THE FRONT LINES

by Chittaprosad

কক্স’স বাজারের সরেজমিন প্রতিবেদন

এই দেখতে আসার শেষ পর্বে চিত্তপ্রসাদ পৌঁছন সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের গুদামঘরের বারান্দায়। সেখানে দুটি ছবি আঁকেন।

ছবি দুটি ছাপা হয়েছে পত্রিকার পাতায় তাঁর প্রতিবেদনের সঙ্গে। প্রত্যেকটা ছবির, ছবিতে আঁকা চরিত্রের পিছনে কাহিনি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শোষণ, দুর্দশা। লেখা আঁকা ছবিতে। ছবিতে আঁকা লেখা।

গুদামঘরের বারান্দা। মাপ ৬ গজ x ১ গজ। ৬ জন পুরুষ, ১২ জন মহিলা, ৮ জন শিশু আশ্রয় নিয়েছে। জায়গা জুড়ে স্নান না করা শরীরের, না কাচা কম্বলের, জমে থাকা গুয়ের, পচে ওঠা ক্ষতের গন্ধ।

বাঁদিকের ছবির মাঝখানে আমিনা খাতুন। তার স্বামীর ৪ একর জমি, একটি সাম্পান (এক ধরনের নৌকা), এক জোড়া বলদ ও একটি গাভী ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় বেঁচে থাকার রসদ যোগাতে সেই জমি, নৌকা বেচে দেওয়া হয়েছে। স্বামী

SEPTEMBER— সেপ্টেম্বর

1944. ১৯৪৪

২৪

M	T	W	T	F	S	S
সো	ম	বু	বৃ	শু	শ	র
				১	২	৩
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

SUNDAY– রোববার

এক বছর আগে আমিনাকে ছেড়ে গেছে আর্মি লেবার কোর-এ কাজের সন্ধানে। বলদ আর গাভীরা মারা গেছে গৃহপশু-মহামারিতে। আমিনার বড় ভাই তার পাশে ছিলেন। তিনিও এক মাস আগে কাজ খুঁজতে চলে গেছেন। তাঁর কোনো খোঁজ নেই। ফলে আমিনাকে তার গেরস্থালি গ্রাম মহেশখালি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। যোগ দিতে হয়েছে লেবার কোর-এ।

তার সারা শরীরে দেখা যাওয়া সিফিলিসের ক্ষত থেকে বুঝতে পারি তাকে শুধু শ্রম বেচতে হয়নি, শরীরও বেচতে হয়েছে। এখন সে এত দুর্বল যে কোনো কাজ করতে পারে না। এবং কোনো বদমাইশেরও কোনো কাজে লাগবে না। তার ছোট ভাইয়ের চামড়া জুড়ে ঘা, ফলে ভয়ানক ক্ষত হয়ে গেছে।

পিছনে বসে চাকোরিয়া গাঁয়ের আবদুর রেহমান। তিনি নড়তে পারেন না। পায়ে ক্ষত, ক্ষতর ঘা। তাঁর ছ-বছরের মেয়ে জ্বর নিয়েই ভিক্ষে করতে গেছে, অনাহারে থাকা বাবার জন্য খাবার আনতে।

আমিনা খাতুনকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কেন খুরুশকুলে সরকারি ভবঘুরে আশ্রয়খানায় যাননি, অথবা কলাতলিতে রিলিফ হাসপাতালে। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, বেশ্যাখানাও ওসবের থেকে ভালো জায়গা। বেশ্যাখানায় কেউ কীট হিসেবে দেখে না। ওসব জায়গায় দেখে। তোমাকে কে বলেছে সেখানে খাবার আর ওষুধ দেওয়া হয়? দেওয়া হয় না। ওরাও অন্যদের মতো গুণ্ডা আর কসাই। ওরা আমাদের ঘেন্না করে। ওদের কাছে আমরা পশু, মানুষ নই।

আমিনা যখন কথা বলছিলেন, রেহমান অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন। ছোট ভাই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল, তার ঝুঁকে পড়া মাথাটাকে সরু হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল।

বারান্দার আর এক কোণে অন্য এক মহিলা কাঁদতে শুরু করেন বিরক্তিতে। আমি তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াই স্কেচ করার জন্য। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মাঝখানে বিড়বিড় করে কিছু বলছিলেন। কথা আটকে যাচ্ছিল। আমি ধরতে পারছিলাম না। তিনি আমার প্রশ্নের কোনো জবাবই দিচ্ছিলেন না। একজন জানালেন মহিলা মহেশখালি থেকে এসেছেন, তাঁর স্বামী চাষি। মহিলা পাগল হয়ে গিয়েছেন। কয়েকদিনের জন্য সরকারি ভবঘুরে আশ্রমে ছিলেন, থেকে যেতে পারেননি। তাঁর শরীরে এখন শুধু হাড় আর চামড়া, বুকের নিচে ক্ষত, লজ্জা ঢাকার জন্য কাপড় নেই।

আমার মাথা ঘুরছিল। অনাহার আর অপমান চট্টগ্রামের মা-বোনেদের কী অবস্থা করেছে! শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে স্কেচ করাটা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ডানদিকের ছবি।

সামনে বসে থাকা ছেলেটি এক ভয়ংকর দৃশ্য। সারা শরীরে ঘা, অস্বাভাবিক বড় পেট। আমি যতই তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি, সে ততই কাঁদে। নিজের কথা বলার মতো তার বয়স হয়েছে, কিন্তু পারছে না। সে ভিক্ষে করতে পারে, কাঁদতে পারে, আর কিছু পারে না। আর একজন অনাথ আমাকে বলল, তার বিধবা মা তাকে বাজারে রেখে চলে গেছেন। আমি বোকার মতো প্রশ্ন করলাম, কেন? আমাকে সহজ করে বলা হল, কোন মা তার সন্তানকে অনাহারে দেখতে পারে?

আমিনা খাতুন আর আবদুর রেহমানের থেকে একটু ভালো বা একটু খারাপ প্রায় দুশো মানুষ দেখলাম। ছবিতে আঁকা বাচ্চা দুটির মতো অনাথ দেখলাম পাঁচশোর কম নয়, যারা সেনা

ব্যারাকের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, সেনাবাহিনীর ফেলে দেওয়া বা দয়া করে দেওয়া খাবারের খোঁজে।

আমি শুনলাম আধ-ডজন বেশ্যাখানার কথা। যেগুলো চালায় মেয়ে-পাচারকারী দলগুলো।

boobook

বাংলার ভিতরে:
ঢাকার গ্রামগুলিতে আমি কী দেখেছি

চিত্তপ্রসাদের লেখা ও আঁকা। লেখার শিরোনাম ‘বাংলার ভিতরে: ঢাকার গ্রামগুলিতে আমি কী দেখেছি’।

লেখার ডানদিকে দুটি ছবি। উপরে ও নিচে বসানো। উপরের ছবিটির নিচে লেখা শ্রীনগর, বিক্রমপুর।

প্রথম ছবিটিতে ফুলবার বিবি, দশ বছর বয়সী অনাথ বালিকা। উদরী ও ঘায়ের রোগী। রচনাটিতে এরই কথা লিখেছেন চিত্তপ্রসাদ।

নিচের ছবিটিতে লেখা রনছা, বিক্রমপুর। ছবিটির নিচে লেখা: উপেন্দ্র ঋষি দাসের সন্তানরা। তাদের ঘা, ম্যালেরিয়া, ফুলে যাওয়া পেটের অসুখ। তারা দুধ পায় না, শুধু ভাতের ফ্যান, তা-ও অনিয়মিত। তারা পুকুরের নোংরা জল খায়। পুকুরের জলের সঙ্গে মিশে আছে খালের জল। খালের জলে গ্রামবাসীরা মৃতদেহ ভাসিয়ে দেয়, সৎকার করার কাঠ পাওয়া যায় না।

ছবির সঙ্গে চিত্তপ্রসাদের বড় লেখা। চিত্তপ্রসাদ লেখা শুরু করেছেন ছোট ভূমিকা দিয়ে। দুর্ভিক্ষের পরেই মহামারি, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল ঢাকা ও চট্টগ্রাম। “আমি চট্টগ্রামে বহুবার গিয়েছি। জুন মাসে আমি ঢাকায় যাই এবং প্রধানত বিক্রমপুর সাবডিভিশনে বেশির ভাগ সময় ঘুরি।”

এবার মূল লেখাটি। লেখাটির সারাংশ আমার বয়ানে। ১৯৪১ সালে বিক্রমপুরে লোকসংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ। ১৯৪২-৪৩-এর প্রথম চার মাসে ৩০ হাজার মানুষ মারা যায় স্মল পক্স আর ম্যালেরিয়াতে। দেড় লক্ষ মানুষ তাদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, মাছির মতো মারা যায় আসামে আর কলকাতার ফুটপাথে।

চিত্তপ্রসাদ পৌঁছন বিক্রমপুর সাবডিভিশনের প্রধান শহর মুন্সিগঞ্জে। সবাই চিত্তপ্রসাদকে দেখতে যেতে বলেন একটি সরকারি অনাথ আবাস। শহরের মধ্যিখানে। চিত্তপ্রসাদ সেখানে কয়েকজন দুঃস্থ মহিলাকে দেখতে পান। দুর্ভিক্ষের সময় সরকার এই অনাথ আবাসের বাসিন্দাদের চাল দিত। এখন তা আর নেই। এখন এখানে থাকা মহিলারা নিজেদের শরীর বেচে বেঁচে আছেন।

চিত্তপ্রসাদ একটি গ্রামের কথা লিখেছেন। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি ছোট গ্রাম রনছা। হিন্দু সমাজে ধাপের নিচের দিকে থাকা হাড়ি আর ডোমদের গ্রাম। এদের জীবিকার উপাদান কাঁচা চামড়া, বেত ও বাঁশ। এরা ঢাক বাজায়, সানাই বাজায়। শুধু একটি পাড়াতেই ২৪০ জন বাসিন্দার মধ্যে ৫৩ জন মারা গেছেন অনাহারে, দুর্ভিক্ষে।

এখন আমন ধান বাজারে এলেও কেনার টাকা নেই। চামড়ার ব্যবসায়ীরা দাম কমিয়ে দিয়েছে। বাঁশ আর বেত আসছে না। দেশে কোনো উৎসব নেই যেখানে ঢাক আর সানাই বাজাতে যেতে হতে পারে। ফলে কোনো রোজগার নেই।

রনছা গ্রাম ঢাকিদের জন্য বিখ্যাত। পূর্ব বাংলার জেলাগুলিতে উৎসবের সময়ে এঁরা ঢাক বাজিয়ে আয় করতেন। একজন ঢাকি উপেন্দ্র ঋষি দাস চিত্তপ্রসাদকে গর্ব করে বলেন, “আমাদের পাড়ার শমন দাস কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে ঢাক আর সানাই বাজিয়েছিলেন। আমরা সমস্ত কংগ্রেসি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। শমন দাস তাঁর পরিবার সুদ্ধ অনাহারে মারা গেছেন।”

একজন প্রতিবেশী চিত্তপ্রসাদের সামনে ৮ বছরের বালককে দাঁড় করিয়ে বলেন, “কেষ্ট, দুধলালের ছোট ছেলে। বিক্রমপুরে তবলা তৈরিতে দুধলালের প্রতিযোগী অল্প কয়েকজনই। দুর্ভিক্ষে

boobook

PEOPLE'S WAR
ORGAN OF THE COMMUNIST PARTY OF INDIA

পিপল’স ওয়র, ১৯ নভেম্বর ১৯৪৪

Inside Bengal
WHAT I SAW IN DACCA'S VILLAGES
By Chittaprasad

বাংলার ভিতরে: ঢাকার গ্রামগুলিতে আমি কী দেখেছি

JUNE— জুন

1945. ১৯৪৫

১৭

M	T	W	T	F	S	S
সো	ম	বু	বৃ	শু	শ	র
				১	২	৩
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

SUNDAY– রোববার

যে রচনাটির জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি, তার লেখক ঠাকুরচন্দ্র সিং। ১৯৩০ সালে পেশোয়ারে যা ঘটেছিল, সেই ইতিহাস নিয়ে রচনা। পেশোয়ারের সেনা কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল সেখানকার মুসলমান জনসাধারণের বিরুদ্ধে হিন্দু সেনাদের উসকে দিতে। উদ্দেশ্যটি বিফল হয়। চন্দ্র সিং ও তাঁর সহযোগী গাড়োয়ালি সেনারা পেশোয়ারের নিরস্ত্র পাঠানদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে গুলি চালাতে অস্বীকার করে। এবং এই অবাধ্যতার ফলে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি এক উঁচুমানের সাহসিকতার নিদর্শন।

এই অধ্যায়টি ফ্রন্টিয়ার প্রভিনস-এ মুসলমান ভাইদের বাঁচাতে হিন্দু গাড়োয়ালি সেনাদের নিজেদের ক্ষতি মেনে নেওয়া একটি ইতিহাস, যা নিয়ে পুরো জাতি গর্বিত।

ঘটনাটি ঘটেছিল পেশোয়ারে, আর নিষেধাজ্ঞা জারি হল ইউ পি-তে। এই নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে অনেক অনেক মানুষের কাছে পরিচিত হবে ১৯৩০-এ পেশোয়ারে গাড়োয়ালি সেনাদের আত্মত্যাগের কাহিনি। এই কথা ক'টি পত্রিকার এই সংখ্যাতে প্রকাশিত।